মজার “T”

বইয়ের প্রথমে কোন ম্যাজিকটা দিব সেটা নিয়ে চিন্তা করছি অনেক, এতে মজার “T” টাই জয়ী হলো, যদিও পাঠক এই “T” টা না বানানো পর্যন্ত ও মজাটা না দেখানো পর্যন্ত এর চমৎকারিতা বুঝতে পারবে না, তবুও আড্ডার ভিতর আমার কাছে যে ম্যাজিকটি বেশি মজার মনে হয়েছে সেটি-ই প্রথমে দিলাম।

এইম্যাজিকে দশর্খক দেখে যে চারটি অংশ দিয়ে যাদুকর একটা “T” তৈরি করে। “T” টার চারটি অংশ নিম্নরুপ :

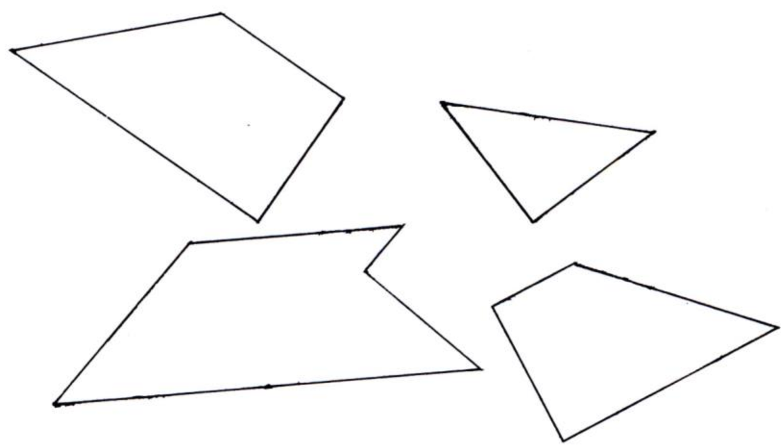

এই চারটি অংশ দিয়ে যাদুকর খুব দ্রুত নিচের মত একটা পরিপূর্ণ “T” তৈরি করে।

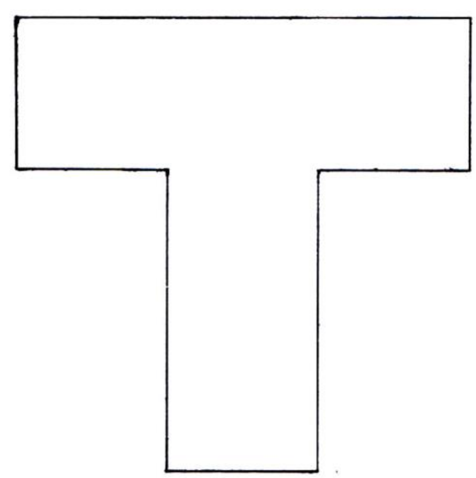

কাটা অংশগুলো দিয়ে উপরের T টা তৈরী হয় (কাটা দাগগুলো চিত্রে দেওয়া হয়নি, কারণ এটা-ই ম্যাজিক। দর্শক শুধু T টা মনে রাখতে পারে, কাটা অংশের দাগ নয়। তাই দর্শক যেমন দেখে তেমন একটা T আঁকলাম)।

যা হোক ঐ বানানো T টা একটু দেখানোর পর যাদুকর T টা ভেঙ্গে দেয় এবং দর্শককে এই কাটা অংশগুলো দিয়ে T বানাতে বলে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো দর্শক T টা বানাতে-ই পারেনা। এটাই ম্যাজিক। কিন্তু তোমাকে বল্‌লে তুমি ১ সেকেন্ডেই T বানাতে পারছো। যারা ভেবেছিল ২/৩ মিনিটেই T বানাতে পারবে তারা ১৫/২০ মিনিটেও পারেনা।

এতটুকু পড়ে তুমি কী ভাবছো জানিনা, তবে আমার দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় দেখা এটা অনেক মজার। এটার কৌশল কিছু নেই, ঐ কাটা অংশগুলো নিচের ছবির মতো সাজালেই T টা তৈরী হয়ে যাবে।

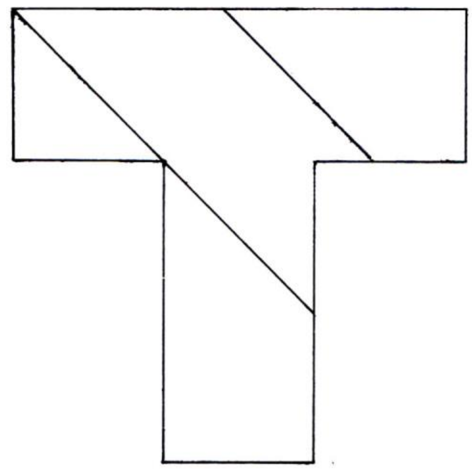

তবে দর্শক কেন T টা মেলাতে পারেনা, তা আমার কাছেও রহস্য। শেষ পর্যন্ত দর্শক T টা বানাতে ব্যর্থ হয়। এটাই বাস্তব। এখন T টা বাস্তবে কীভাবে বানাবে সেটা সমন্ধে একটু বলি।

প্রথমে একটা মোটা কাগজে $\frac{1}{16}$ ইঞ্চি পুরত্বের হলে ভালো হয়। ৬ সে.মি. দৈর্ঘ্য ও ৬ সে.মি. উচ্চতা এবং ২ সে.মি. ডবল স্ট্রোকের একটি T আঁকাও।

মাপসহ চিত্র নিম্নরুপ :-

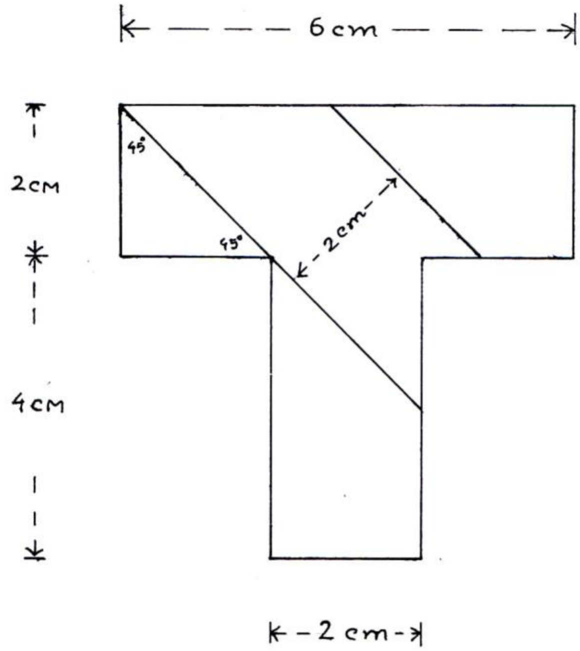

চিত্রঃ T-এর প্রকৃত বাস্তব মাপ

অর্থাৎ উপরের মাপমত মোটা কাগজে একটা ডবল স্ট্রোকের T এঁকে, কেটে নিলেই সারাজীবনের জন্য T এর ম্যাজিক দেখানোর জন্য তুমি প্রস্তুত। কাগজের ওপর পেনসিল-এ T এঁকে এন্টি কাটার ও স্কেল দিয়ে T বানালে পরে, পেনসিলের দাগ রাবার দিয়ে মুছে ফেললে খুব সুন্দর T তৈরি হয়।

যারা সহজেই T বানাতে চাও তারা নিচের অংশগুলো মোটা কাগজে ফটোকপি করে, এন্টিকাটার দিয়ে কেটে T বানিয়ে কাজ চালাতে পারবে।

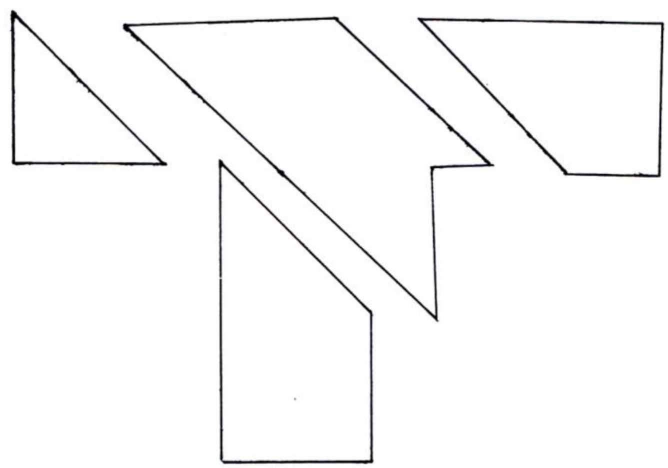

যা হোক T বানানো শেখা হয়ে গেল। এখন এই T টা বানিয়ে কাউকে দেখালেই বুঝতে পারবে এটা কত মজার একটা ম্যাজিক।

সমীর রায়.